FEB 2 1 2001
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2

ভোরের কাগজ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অমর একুশে আজ

কাগজ প্রতিবেদক : মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আজ। মহান শহীদ দিবস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এ দিনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভেঙে স্লোগান দিয়ে মিছিল করতে গিয়ে শহীদ হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকতসহ বেশ কয়েকজন। বাংলা প্রতিষ্ঠা পায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। তাদের স্মরণে ঢাকাসহ সারা দেশের পথে-প্রান্তরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই কালজয়ী বেদনাবিধূর গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। সারা বিশ্বে ১৮৮টি দেশেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে দিনটি। দ্বিতীয়বারের মতো এবার আন্তর্জাতিকভাবে মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে পৃথিবীর প্রায় ২০০ দেশে একই সঙ্গে শহীদ দিবস পালিত হচ্ছে গত বছর থেকে। এদিন এখন শুধু বাঙালির নয়, বিশ্ববাসীরও। বাঙালির ইতিহাস এখন বিশ্ববাসীর ইতিহাস। দেরিতে হলেও এ সত্য এখন প্রতিষ্ঠিত ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরাই। '৫২ সালের পর থেকে প্রতি বছর আমরা শোকে বিনীত এবং গর্বে ও শপথে উদ্দীপ্ত হয়ে স্লোগান উচ্চারণ করেছি— শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

আজ সরকারি ছুটির দিন। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পতাকা থাকবে অর্ধনমিত। শোকের প্রতীক কালো ব্যাজ ধারণ করবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, ইটিভি ও অন্যান্য স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো একুশের ওপর প্রচার ক[illegible]ব বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করবে বিশেষ ক্রোড়পত্র।

রাত ১২টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে একুশের অনুষ্ঠানমালার আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। এরপর একে একে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন স্পিকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, বিদেশি কূটনীতিকবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ করার পরপরই শহীদদের উদ্দেশ্যে বিরোধীদলীয় নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের কথা।

ভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদদের স্মৃতির বেদিতে দিনভর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এসব সংগঠন একুশে উপলক্ষে গ্রহণ করেছে আরো বিভিন্ন কর্মসূচি। গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে শহীদ বেদিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা অর্ধনমিতকরণ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কাঙালিভোজ। বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও গির্জাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানমালার কেন্দ্রস্থল জাতীয় শহীদ মিনারে এ উপলক্ষে নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সন্ধ্যা থেকেই শহীদ মিনারের চারপাশের সড়কগুলোতে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাজপথ আর দেওয়ালগুলো আলপনায় আলপনায় সেজেছে নতুন সাজে।

বায়ান্নর ভাষা শহীদদের কয়েকজন : (বাঁ থেকে) বরকত, রফিক, জব্বার, সালাম ও শফিউর।

এদিকে, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনগুলোও শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতি নিয়েছে। লাখ লাখ প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্ববাসী স্মরণ করবে মায়ের ভাষার জন্য জীবনদানকারী বীর বাঙালির শহীদ সন্তানদের।

'৫২-র ভাষা আন্দোলনে শহীদদের অবদান স্মরণ করে বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইউনেস্কো মহাপরিচালক রোয়াচিরো মাতসুরাও এ উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, সারা বিশ্বে দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের গভীর ভালোবাসা ও এর জন্য তাদের চরম আত্মত্যাগের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাতৃভাষার এ গৌরবে আমরা সবাই গর্বিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

● প্রথম পাতার পর

বলেন, এ দিবস বাঙালির জাতীয় জীবনে শোক ও গৌরবের এক অনন্য সাধারণ মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, মহান ভাষা আন্দোলনের বিমূর্ত চেতনাই দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য ও বাস্তব করে তোলে। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক রোয়াচিরো মাতসুরা তার বাণীতে বলেছেন, পৃথিবীর প্রতিটি ভাষাই নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। তিনি বলেন, আমরা আমাদের মায়ের মুখ থেকে যে ভাষা শিখি অন্য কিছুর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। যথাযোগ্য মর্যাদায়